

## মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৫৬৬১

পর্ব-২৮: সৃষ্টির সূচনা ও কিয়ামতের বিভিন্ন অবস্থা (كتاب أَحْوَال الْقِيَامَة وبدء الْخلق)

পরিচ্ছেদঃ তৃতীয় অনুচ্ছেদ - আল্লাহ তাআলার দর্শনলাভ

اَلْفَصِيْلُ التَّالِثُ (بَابِ رؤيةالله تَعَالَى)

আরবী

وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: لَقِيَ ابْنُ عَبّاسٍ كَعْبًا بِعَرَفَةَ فَسَأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ فَكَبَّرَ حَتَّى جَاوَبَتُهُ الْجِبَالُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّا بَنُو هَاشِمٍ. فَقَالَ كَعْبٌ: إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ رُوْيَتَهُ وَكَلَامَهُ بَيْنَ مُحَمَّد وَمُوسَى فَكَلَّمَ مُوسَى مَرَّتَيْنِ وَرَأَهُ مُحَمَّدٌ مَرَّتَيْنِ. قَالَ مسروقٌ: فَدخلت على عَائِشَةً فَقلت: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِشَيْءٍ قَفَّ لَهُ شَعَرِي قُلْتُ: رُويْدًا ثُمُّ قَرَأْتُ (لقد رأى من آيات ربّه الْكُبْرَى) فَقَالَتْ: أَيْنَ تَذْهَبُ بِكَ؟ إِنَّمَا هُوَ جِبْرِيلُ. مَنْ أَخْبُرَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ أَوْ كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أُمِرَ بِهِ أَوْ يَعْلَمُ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأًى جَبْرِيلُ مَنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأًى جَبْرِيلَ لَمْ تَعَلَى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأًى جَبْرِيلَ لَمْ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ) فَقَدْ أَعْظَمَ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأًى جَبْرِيلَ لَمْ يَعْلَمُ الْفِرْيَةَ وَلَكِنَّهُ رَأًى جَبْرِيلَ لَمْ سَدُّ الْفُولُكُ وَإِنَّهُ أَعْنَ قَوْلُهُ (ثُمَّ وَوَى الشَّيْخَانِ مَعَ زِيَادَةٍ وَاخْتَلَافٍ وَفِي رُوايَتِهِمَا: قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيلِهُ فَي مُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِي صُورَةِ الرَّجُلِ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي هِيَ صُورَةٍ الرَّجُلُ وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُورَتِهِ الَّتِي عَيْ صَالَعَيْنَ عَلَى الْمُعَلَى الْفَرْيَةُ فَلَكُ عَلَى الْمَلَةُ فَي مَلُورَةً الرَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْعُنَ الْمُؤْمِ الْمَا الْ

اسناده ضعیف ، رواه الترمذی (3278) \* فیم مجالد بن سعید : ضعیف و اصل الحدیث عند البخاری [4855] و مسلم [177]، بغیر هذا اللفظ) و الروایۃ الثانیۃ صحیحۃ متفق علیها (رواها البخاری : 3235 و مسلم : 290 / 177)، (439) ۔ (ضَعِیف)

বাংলা



৫৬৬১-[৭] শা'বী (রহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে 'আরাফাতের মাঠে কাবে আহবার (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাঁকে এ বিষয়ে (আল্লাহ তা'আলার দর্শন সম্পর্কে) প্রশ্ন করলেন। তা শ্রবণে কা'ব (রাঃ) এমন জোরে আল্লা-হু আকবার আওয়াজ দিলেন যে, তা পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। তখন ইবন আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমরা হাশিম-এর বংশধর (অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, অতএব অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা আমরা বলি না)। অতঃপর কা'ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দর্শন ও বচনকে মুহাম্মাদ (সা.) ও মুসা আলায়হিস সালাম-এর মাঝে বিভক্ত করেছেন। অতএব মুসা আলায়হি সালাম আল্লাহ তা'আলার সাথে দু'বার কথাবার্তা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহকে দু'বার দেখেছেন। মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি 'আয়িশাহ (রাঃ) -এর কাছে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রভুকে দেখেছেন কি? জবাবে 'আয়িশাহ্ (সাঃ) বললেন, হে মাসরূক! তুমি আমাকে এমন এক কথা জিজ্ঞেস করেছ, যা শ্রবণে আমার দেহের পশম খাড়া হয়ে গেছে। মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে সুযোগ দিন। অতঃপর আমি এ আয়াতটি পাঠ করলাম- (لقد رأى من آيات ربّه الْكُبْرَى) "মুহাম্মাদ ও তাঁর প্রভুর বিরাট বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখেছেন"- (সূরা আন্ নাজম ৫৩ : ১৮)। তখন 'আয়িশাহ্ (রাঃ) বললেন, এ আয়াত তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌছিয়েছে? বরং তা দ্বারা জিবরীল (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। [অতঃপর 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন,] যে লোক তোমাকে বলে, মুহাম্মাদ (সা.) তার প্রভুকে দেখেছেন অথবা তাঁকে যা কিছু নির্দেশ করা হয়েছে, তা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মাদ (সা.) সেই পাঁচটি বিষয় অবগত ছিলেন, যেগুলো এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে- (اِنَّ اللهُ عِناكَمُ السَّاعَةِ ١٠ وَ يُنَزِّلُ الاَفْياثِثُ "কিয়ামাতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটই আছে, তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন..."- (সূরা লুকমান ৩১ : ৩৪)। [অর্থাৎ সে লোক মুহাম্মাদ (সা.) -এর ওপর জঘন্য মিথ্যারোপ করল।

প্রকৃত কথা হলো, না তিনি আল্লাহকে দেখেছেন, না তিনি আল্লাহর কোন বিধান গোপন করেছেন, আর না তিনি ঐ পাঁচটি ব্যাপারে অবগত ছিলেন, যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত ও তার একক বৈশিষ্ট্য] হ্যাঁ; বরং তিনি জিবরীল (আঃ)-কে দেখেছেন। অবশ্য জিবরীল আলায়হিস সালাম-কেও তিনি তাঁর আসলরূপে মাত্র দু'বার দেখেছেন। একবার সিদরাতুল মুনতাহার কাছে, আরেকবার 'উক্কার 'আজইয়াদে। (আজইয়াদ মক্কা নগরীতে একটি বস্তির নাম। (الَّجْيَادُ) নামে হেরেম শরীফের একটি দ্বারও আছে) রাসূলুল্লাহ (সা.) - যখন তাঁকে প্রকৃত আকৃতিতে দেখেছেন তখন তাঁর ছয়শত ডানা ছিল এবং তা গোটা আকাশ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। (তির্মিয়ী)



## ফুটনোট

সনদ যঈফ: তিরমিয়ী ৩২৭৮, মুজালিদ ইবনু সা'ঈদ য'ঈফ।

## ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (حَتَّى جَاوَيَتُهُ الْجِبَالُ) 'আল্লামাহ্ ত্বীবী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন যে, তিনি (কাব) আওয়াজ উঁচু করে এমন তাকবীর দিলেন পাহাড় পর্যন্ত আকাশ প্রতিধ্বনি দিল, মনে হচ্ছিল যে, তিনি প্রশ্নটাকে খুব বড় মনে করেছিলেন তাই তিনি তাকবীর দিয়েছেন। হয়তো ঐ প্রশ্নটি ছিল আল্লাহর দর্শন সম্পর্কিত, তাই তার শরীরের পশম পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি 🛘 বর্ণনাকারীঃ শা'বী (রহঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন